জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জানুয়ারি ২০২৩

জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জানুয়ারি ২০২৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রী

ফাল্গুন ১৪২৯
মার্চ ২০২৩

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সুখী-সমৃদ্ধ এক সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে এবং বিশ্ব মানচিত্রে এক উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নে অনেক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করেছিলেন। প্রায় ১০ লক্ষাধিক কৃষকের সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন। ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে খাস জমি বিতরণ ও গৃহহীনদের জন্য ঘরবাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি প্রথম উন্নয়ন বাজেটের পাঁচ ভাগের এক ভাগ রেখেছিলেন কৃষি উন্নয়নের জন্য। তিনি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ ও গবেষণার উপর জোর দিয়েছিলেন। জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে গিয়েছিল।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠনের পর দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কেননা, সে সময় খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। আমরা নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬ ও কৃষিনীতি ১৯৯৯ প্রণয়ন করেছি। কৃষিবান্ধব নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করি। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা সেরেস পদক প্রদান করে। আমরা ২০০৯ সালে জনগণের বিপুল সমর্থনে সরকার গঠনের পর প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সভায় সার ব্যবস্থাপনার সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বেশি দামে সার ক্রয় করে সুলভ মূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করি, ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খুলে দিয়ে ভর্তুকির অর্থ সরাসরি পৌঁছে দিচ্ছি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমাদের বিজ্ঞানীগণ কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং ফসলের উচ্চ ফলনশীল নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করছে। আমাদের সরকারের সকল স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনায় যেমন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, রূপকল্প-২০৪১ এবং 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। আমাদের সরকারের কৃষি সংক্রান্ত সকল পদক্ষেপ এবং আমাদের কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণেই আমরা কৃষি উৎপাদনে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছি।

আমি মনে করি, কৃষি উৎপাদনের সর্বোচ্চ মুনাফা ঘরে তুলতে কৃষিকে আরও বেশি কার্যকর করতে, কৃষি রপ্তানি বাড়াতে এবং কৃষক ভাইদের কৃষি কাজে আগ্রহ ধরে রাখতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এবং কৃষিপণ্যের বহুমুখীকরণের বিকল্প নেই। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে, ইলেকট্রনিক কৃষি বিপণনে মনোযোগ দিতে হবে। কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের আগ্রহ বাড়াতে হবে। কৃষি থেকে সর্বোচ্চ উপযোগিতা পেতে এবং কৃষি উৎপাদনের সর্বোচ্চ সুফল পেতে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি। কৃষকের সার্বিক উন্নয়ন, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি কৃষির উন্নয়নে আমরা 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি -২০২৩' প্রণয়ন করছি। যার অভিলক্ষ্য হচ্ছে 'কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা'।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই নীতি সকলের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা গেলে কৃষি বিপণনে একটি সুশৃঙ্খল সাপ্লাই চেইন গড়ে উঠবে। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ তথা এর বহুমুখী ব্যবহার বাড়বে, বাজার তথ্য সহজলভ্য হবে, কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়বে, সাধারণ ভোক্তা কাম্যমূল্যে গুণগতমানসম্পন্ন কৃষিপণ্য ক্রয় করতে পারবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কৃষক তার উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবে।

'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সহায়ক হবে এবং কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও সাধারণ ভোক্তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩' প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এম. পি
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধান নিয়ামক কৃষিতে সমৃদ্ধি। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দেশের আপামর জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত জাতি বিনির্মাণে সরকার অঙ্গিকারবদ্ধ। কৃষকের শ্রম আর ঘামে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে প্রয়োজন একটি কার্যকর সমন্বিত কৃষি বিপণন ব্যবস্থা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসৃত সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সর্বোপরি কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ বিষয়ে গুরুত্বারোপ সময়ের দাবী। অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যায় বর্তমান সময়ে কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য সহনীয় রাখতে সুদূরপ্রসারী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো কৃষিপণ্যের সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষক পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণ, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিখাতের সার্বিক টেকসই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার কৃষক ও কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নানামুখী কর্মসূচি ও নীতিমালা গ্রহণ এবং এর সফল বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩' কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ি, গবেষক, ভোক্তা সাধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

ওয়াহিদা আক্তার
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফোন:+৮৮-০২-৫৫১০০১০০
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৩৩৫৬৫৬৫
ই-মেইল: Secretary@moa.gov.bd

বাণী

কৃষি বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিকে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং স্বাধীনতার পরপরই দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি প্রণয়ন ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। শাক-সবজি, ফলমূল উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। তবে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় নানামুখী চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি উৎপাদক ও ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জনে এখনো ঘাটতি রয়ে গেছে।

এ পরিপেক্ষিতে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩' এ কৃষিকে লাভজনক পেশায় রূপ দেয়া, উদ্যেক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ভোক্তা স্বার্থ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ নীতি যেমন আধুনিক বাজার কাঠামো, উন্নত মানের সংরক্ষণাগার, প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্রসহ অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণে জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়াও নীতি সরাসরি কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্য ব্র্যান্ডিংয়ে সহায়ক হবে।

'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩' বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদন, মজুদ, পরিবহণ, মধ্যস্বত্বভোগী, ক্রেতা-বিক্রেতা, ভোক্তা, পণ্যের গুণগতমান, প্রক্রিয়াকরণসহ সব তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। কৃষি পণ্যের গ্রেডিং,সর্টিং, প্যাকেজিং, লেবেলিংয়ের মাধ্যমে বাজারজাতকরণে সুফল বেতার, টেলিভিশন, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, পত্রিকা, বুলেটিন, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাজার দর উঠা-নামা, মজুদ পরিস্থিতি, চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে কৃষক-ভোক্তা ব্যবসায়ীদের ডিজিটালি তথ্য প্রদান করবে। উৎপাদক, বিক্রেতা এবং ভোক্তার কল্যাণে তথ্য ও পযুক্তি সমন্বিত সাপ্লাই চেইন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নারী উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে উৎপাদন, সরবরাহ বিপণনের সর্বস্তরে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। ই-এগ্রিকালচার মার্কেটিং ও ই-শপিং মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনায় নারীরা সহায়তা পাবে। 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩' এ কৃষি ব্যবসায় যুবদের সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট কৃষি শিল্প স্থাপনে উজ্জীবিত করা হয়েছে।

দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা ভোক্তা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। মূল্য সহনীয় পর্যায় রাখতে বছরব্যাপী চাহিদা নির্ধারণ,কৃষি উপকরণের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, কৃত্রিম সঙ্কট ও অবৈধ মজুতদারি রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ, একচেটিয়া বাজার রোধে নতুন নতুন কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা তৈরি, বিদেশে কৃষিপণ্যের চাহিদা সম্পর্কিত মার্কেট ইনটেলিজেন্সি, বাজার সম্প্রসার, উচ্চমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোসহ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে উৎপাদিত নিরাপদ কৃষির জন্য আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান,বিমান, স্থলবন্দর ও নৌবন্দরে গুণগতমান বজায় রেখে পণ্য পরিবহণে সহায়তা ও রপ্তানি বৃদ্ধির বিষয়ে 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩' তে দিক নির্দেশনা রয়েছে।

এ নীতি বাস্তবায়িত হলে কৃষক এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই উপকৃত হবেন। কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বিরাজ করবে। খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হবে। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান আরও সুদৃঢ় হবে।

ওয়াহিদা আক্তার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	পটভূমি	১
২.	কৃষি বিপণন নীতি প্রণয়নের যৌক্তিকতা	২
৩	জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ এর ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য	২
	৩.১ ভিশন	২
	৩.২ মিশন	২
	৩.৩ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ	৩
৪.	কৃষি বিপণন ব্যবস্থাপনা	৩
	৪.১ কৃষি ব্যবসায় বাজার সংযোগ	৩
	৪.২ কৃষি বিপণনে সহায়ক বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা	৪
	৪.৩ কমিউনিটিভিত্তিক, চুক্তিভিত্তিক ও গ্রুপভিত্তিক বিপণন	৫
	৪.৪ কৃষি উপকরণ বিপণন	৫
	৪.৫ কৃষিপণ্যের গুদাম ও সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনা	৬
	৪.৬ কৃষি বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন	৭
	৪.৭ কৃষি ব্যবসার মাধ্যমে যুব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকারত্ব হ্রাস	৮
	৪.৮ ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং	৯
	৪.৯ কৃষি ব্যবসার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন	১০
	৪.১০ কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা	১১
	৪.১১ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয়করণ	১১
	৪.১২ নিরাপদ কৃষিপণ্য বিপণন	১২
	৪.১৩ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানি	১৩
	৪.১৪ কৃষি বিপণনে সাপ্লাই চেইন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন	১৪
	৪.১৫ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বিপণন সম্প্রসারণ	১৬
	৪.১৬ কৃষিভিত্তিক ব্যবসা/শিল্প উন্নয়ন	১৬
	৪.১৭ কৃষি বিপণন উন্নয়নে গবেষণা	১৭
	৪.১৮ কৃষি বিপণনে দক্ষ জনবল গঠন	১৮
	৪.১৯ কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন	১৯
	৫.০ জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি পর্যালোচনা	২০
	৬.০ জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	২০
	৭.০ বাংলা ভাষার প্রাধান্য	২০

১.পটভূমি

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। ধান, পাট, আলু, ভুট্টা, চা, দুধ, মাছ, দানাদার খাদ্যশস্য এবং সবজিসহ বিভিন্ন ফসলের বৈশ্বিক উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। বাংলাদেশের অনেক কৃষিপণ্যই দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির মতো সক্ষমতা রয়েছে। কৃষির এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে ও সার্বিক কৃষির উন্নয়নে প্রয়োজন একটি দক্ষ কৃষি বিপণন ব্যবস্থা।

কৃষির অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে সাথেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবুজ বিপ্লবের আহবানের মাধ্যমে। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবুজ বিপ্লবের ডাক থেকে শুরু করে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে অসংখ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এখন কৃষি বিপণন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কারণ উৎপাদনের সফলতা দক্ষ বিপণনের উপর নির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক। ১৯২৮ সালে গঠিত বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কাজ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, জনকল্যাণে উক্ত অধিদপ্তরের ব্যবহার, কৃষক সম্পৃক্ততা, অধিদপ্তরের কাজের পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বপূর্ণ কৃষি বিপণন কার্যক্রমটি আরও গুরুত্বের দাবিদার। প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত দুর্বলতা, পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, প্রয়োজনীয় লজিস্টিকসের স্বল্পতা, বিপণন সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিগত দুর্বলতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার, লাভজনক কৃষি উৎপাদনের নিশ্চয়তা ও উৎসাহ এবং কৃষি ব্যবসার উন্নয়নে অন্যতম অন্তরায় হয়ে রয়ে গেছে।

বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টা প্লান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনাসহ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সকল ক্ষেত্রেই কৃষিকে দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০, উত্তম কৃষি চর্চা নীতি-২০২০ ইত্যাদিসহ বিভিন্ন আইন, বিধি ও নীতি বাস্তবায়নের ফলে কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে।

কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ প্রণয়ন। যেখানে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তার স্বার্থকে দেয়া হয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব। কৃষি বিপণন ব্যবস্থাকে আরো টেকসই ও জনবান্ধব করে সকল শ্রেণির দোরগোড়ায় পৌছে দিতে প্রয়োজন একটি কার্যকর কৃষি বিপণন নীতি। এ নীতিতে উৎপাদক তথা কৃষক থেকে শুরু করে ভোক্তাসহ সাপ্লাই চেইনের সকল

অংশীজনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও রূপরেখা থাকবে যার মাধ্যমে কৃষকের সত্যিকারের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে, কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন হবে, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন হবে এবং সর্বোপরি কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান সুদৃঢ় হবে। জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩-এ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার বর্তমান দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতপূর্বক কার্যকর একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যেখানে কৃষি বিপণন অবকাঠামো, কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি শিল্প স্থাপন, কৃষকের মূল্য সহায়তা প্রদান, সর্বনিম্ন ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ, গুণগতমান সংরক্ষণ এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ কৃষিপণ্যের বিপণন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকলের সহযোগিতায় এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমান কৃষি বিপণন ব্যবস্থা আরও দক্ষ, কার্যকর, কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং সাধারণ ভোক্তা বান্ধব হয়ে সকলের জন্য সহায়ক ও টেকসই কৃষি বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।

২.কৃষি বিপণন নীতি প্রণয়নের যৌক্তিকতা:

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকাংশ উদ্যোগে কৃষি উৎপাদনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যার ফলে কৃষি উৎপাদনে আমরা আজ ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছি। টেকসই উৎপাদনের সফলতা নির্ভর করে দক্ষ ও কার্যকর বিপণন ব্যবস্থার উপর। কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের প্রকৃত মূল্যায়ন করে কৃষিকে একটি নিশ্চিত লাভজনক বাণিজ্যিক কর্মে রূপান্তর করতে পারলেই কেবল কৃষকের প্রকৃত উন্নয়ন হবে এবং একটি দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল অর্থনীতির নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি হিসেবে কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কৃষিপণ্যের গুণগত মান নির্ধারণ ও পরিবীক্ষণ, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান, বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ সহায়তাসহ বিপণন সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আইন,বিধি ও কার্যাবলিসমূহ বাস্তবায়নে একটি কার্যকর কৃষি বিপণন নীতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে একদিকে কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে, এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা অস্বাভাবিক মুনাফা করছে অন্যদিকে সাধারণ ভোক্তা অধিক মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয় করছে এবং বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ তুলছে। ফলে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি সুপরিকল্পিত বিপণন নীতি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

প্রণীত জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩ সকলের সহযোগিতায় যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে কৃষক ন্যূনতম মূল্য সহায়তা পাবে, কৃষিপণ্যের জন্য সর্বোচ্চ যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া যাবে, বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন হবে, কৃষিতে নারীর ক্ষমতায়ন হবে, তরুণ-তরুণীরা কৃষি উদ্যোক্তা হয়ে উঠবে, একটি সুসংজ্ঞায়িত সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন সম্ভব হবে, কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, কৃষিতে নারী উদ্যোক্তা বাড়বে, গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং কৃষি ব্যবসায় দায়িত্বশীলতা আসবে। সর্বোপরি কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় গতিশীলতা আসবে এবং কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদানের মাধ্যমে একটি টেকসই কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে।

৩. জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ এর ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য:

৩.১ রূপকল্প (Vision):

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক একটি সুপরিকল্পিত, দক্ষ, কার্যকর ও টেকসই কৃষি বিপণন ব্যবস্থা।

৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

- কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় একটি দক্ষ, কার্যকর ও টেকসই সাপ্লাই এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন করা;
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণসহ বাণিজ্যিক কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিকাজকে একটি নিশ্চিত লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা;

২—

- কৃষি উদ্যোগের সাথে তরুণ ও তরুণীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- কৃষি ব্যবসাকে একটি সুপরিকল্পিত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের জন্য কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য, নিরাপদতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করা।

৩.৩ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

বাংলাদেশের কৃষি, কৃষক, কৃষি ব্যবসা ও কৃষি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে প্রয়োজন একটি দক্ষ, কার্যকর ও সুপরিকল্পিত কৃষি বিপণন ব্যবস্থা। কৃষকের বহু কষ্টে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ ও সাধারণ ভোক্তা কর্তৃক সম্ভাব্য যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়ে সহায়তা, কৃষি ব্যবসার সম্প্রসারণ, কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন ও বাংলাদেশি কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সংযোগ বৃদ্ধিই 'জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩'-এর মূলকথা। এছাড়াও কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের কাম্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং কৃষি কাজকে লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;

২. কৃষি ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসাকে আরও লাভজনক করা ও কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;

৩. নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের গুণগত মান রক্ষা, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও মূল্য সহনীয় রাখা;

৪. কৃষিপণ্যের দেশীয় চাহিদা পূরণ করে রপ্তানি বৃদ্ধি করা ;

৫. সার্বিকভাবে একটি দক্ষ, পরিকল্পিত ও সবার জন্য সহায়ক সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন করা; এবং

৬. প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও কৃষি শিল্পের উন্নয়ন করা।

৪. কৃষি বিপণন ব্যবস্থাপনা:

৪.১ কৃষি ব্যবসায় বাজার সংযোগ:

প্রয়োজনীয় বাজার সংযোগের অভাবে কৃষক/উৎপাদক প্রকৃত ক্রেতা খুঁজে পায় না, আবার কখনো কাঙ্ক্ষিত বাজারে পণ্য পৌঁছাতে পারে না, ফলে ন্যায্যমূল্য থেকে কৃষক বঞ্চিত হচ্ছে। বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অনুসরণীয়:

৪.১.১ কৃষক, বহুমুখী কৃষি সমবায়, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, পরিবহণ ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, ভোক্তা এবং সকল অংশীজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা;

৪.১.২ দেশের সকল কৃষক, কৃষক গ্রুপ, বিশেষায়িত কৃষিপণ্য উৎপাদক, প্রক্রিয়াজাতকারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী এবং পাইকারী বিক্রেতার তথ্য সংকলন, ওয়েবভিত্তিক ও সকল শ্রেণির জন্য সহজলভ্য করা;

৪.১.৩ দেশের বিভিন্ন জেলায় অধিক হারে উৎপাদিত বা বিখ্যাত কৃষিপণ্য এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যসমূহের দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে ব্র্যান্ডিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.১.৪ কৃষি ব্যবসায় আন্তর্জাতিক বাজারে যুক্ত হতে কৃষক, বহুমুখী কৃষি সমবায়, কৃষি ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণিকে সহায়তা করা এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মেলা, প্রদর্শনী, সভা, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি কার্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করা;

৪.১.৫ কৃষক, বিভিন্ন ধরনের কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, বাণিজ্যিক চাষিসহ বিভিন্ন শ্রেণির কৃষি উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনলাইন ভিত্তিক বাজার সংযোগে সহায়তা করা;

৪.১.৬ বৃহৎ কোম্পানী বা শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি কৃষকের/উৎপাদকের সাথে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বা পশ্চাদ সংযোগ ও চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন (Contract Farming) এবং বিপণনে সহায়তা করা;

৪.১.৭ বিদ্যমান বিভিন্ন লজিস্টিক/অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা পরিচালনায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া;

৪.১.৮ প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কৃষকের বাজারে কৃষিপণ্য বিক্রয়ে কৃষকদেরকে সর্বাত্মক সহায়তা করা;

৪.১.৯ চর, হাওর, পাহাড়, বরেন্দ্র, উপকূলীয় ইত্যাদি দুর্গম এলাকায় কৃষিপণ্য বিপণনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা; এবং

৪.১.১০ বিশেষ অঞ্চলে উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত কোনো বিশেষায়িত কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য কৃষিপণ্য বিপণন প্রদর্শনী, মেলা এবং উৎপাদন খামার বা প্রক্রিয়াজাতকারক প্রতিষ্ঠানে এগ্রোট্যুরিজমের ব্যবস্থা করা।

৪.২ কৃষি বিপণনে সহায়ক বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা:

কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, লাভজনক ও সুষ্ঠুভাবে কৃষি ব্যবসা পরিচালনা, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ভোক্তা কর্তৃক যৌক্তিক দামে কৃষিপণ্য ক্রয়, গবেষণা ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নের জন্য কৃষিপণ্যের মূল্য, প্রাপ্তিস্থান, প্রক্ষেপণ, যোগাযোগ, কৃষক ও ব্যবসায়ী সম্পর্কিত তথ্যের অবাধ প্রবাহ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, প্রচার ও প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ও কৃষি ব্যবসা সহায়ক বাজার তথ্যের উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.২.১ পণ্যের উৎপাদন, মজুদ, পরিবহণ, মধ্যস্বত্বভোগী, ক্রেতা-বিক্রেতা, ভোক্তা, পণ্যের গুণগতমান, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, ডাটাবেজ তৈরি ও বিতরণ করার ব্যবস্থা করা;

৪.২.২ কৃষক, উদ্যোক্তা ও বিপণনকারীদের পণ্যের মূল্য সংযোজনে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও সম্প্রসারণ করার নিমিত্ত এই সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা এবং কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, লেবেলিং ও বাজারজাতকরণসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের সুফল সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা;

৪.২.৩ বিভিন্ন সময়ে সরকারকে কৃষিপণ্যের বিপণন সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা;

৪.২.৪ বেতার, টেলিভিশন, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, পত্রিকা, বুলেটিন, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডসহ সম্ভাব্য সকল মাধ্যমে বাজার তথ্য সহজলভ্য করা;

৪.২.৫ কৃষি বিপণন বিষয়ক যে কোনো তথ্য, পরামর্শ, সেবা, সমস্যার সমাধান বা বাজার সংযোগের জন্য একটি নিবেদিত (ডেডিকেটেড) হটলাইন/টেলিফোন ও কলসেন্টারের ব্যবস্থা করা;

৪.২.৬ বাজার দর হ্রাস-বৃদ্ধি, মজুদ, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতিসহ সার্বিক বাজার অবস্থা সম্পর্কে কৃষক, সাধারণ ভোক্তা, ব্যবসায়ী ও সরকারকে অবহিত করা;

৪.২.৭ পণ্যভিত্তিক বাজারের অবস্থান, মজুদ, প্রাপ্যতা, কোন অঞ্চলে কোন পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বেশি এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ ও বিভিন্নভাবে প্রচার ও প্রকাশ করা; এবং

৪.২.৮ কৃষিপণ্য ও উপকরণ সংক্রান্ত সকল ধরনের আন্তর্জাতিক বাজার তথ্য, কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের জন্য সহজলভ্য করা।

৪.৩ কমিউনিটিভিত্তিক, চুক্তিভিত্তিক, বহুমুখী কৃষি সমবায় ও গ্রুপ ভিত্তিক বিপণন:

কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন এবং ভ্যালু চেইনের উন্নয়ন, কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, দক্ষতা উন্নয়ন, মানসম্মত এবং ন্যায্যমূল্যে উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন এবং বিপণনে ইকোনমিস অব স্কেল অর্জনের জন্য কমিউনিটি, দলভিত্তিক এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণনের গুরুত্ব অপরিহার্য। কমিউনিটি, দলভিত্তিক, বহুমুখী কৃষি সমবায় এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.৩.১ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কমিউনিটি, দলভিত্তিক ও চুক্তিভিত্তিক বিপণনে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা;

৪.৩.২ গ্রামীণ কৃষিপণ্য বিপণনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বহুমুখী কৃষক সমবায় গ্রুপ গঠন করা, ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তিতে কমিউনিটি/গ্রুপ ভিত্তিক উপকরণ ক্রয়, সংগ্রহ, সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা;

৪.৩.৩ রপ্তানিকারক, প্রক্রিয়াজাতকারী, সুপারশপ ও অন্যান্য কৃষি ব্যবসায়ী বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিভিত্তিক বিপণনে সহযোগিতা করা;

৪.৩.৪ চুক্তিভিত্তিক বিপণনের ক্ষেত্রে মানসম্মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ, ঋণ গ্রহণের তথ্য, কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়াদি চুক্তিপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

৪.৩.৫ ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং বিভাগ ভিত্তিক কৃষক বিপণন দল, কমিউনিটি, বহুমুখী কৃষক সমবায় সমিতি/গ্রুপ গঠন ও একটি জাতীয় কৃষক বিপণন কমিউনিটি/কৃষক বিপণন দল/সমিতি গঠনে সহায়তা করা; এবং

৪.৩.৬ কমিউনিটি, দলভিত্তিক ও চুক্তিভিত্তিক কৃষিপণ্য বিপণনে নারীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৪.৪ কৃষি উপকরণ বিপণন:

খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব নির্মাণে পৃথিবীর সকল দেশ একযোগে কাজ করে যাচ্ছে । মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কৃষির আধুনিকায়নে প্রতিনিয়ত বিশ্বব্যাপী নিত্যনতুন উদ্ভাবনী যন্ত্রপাতি ও কৃষি উপকরণের আবির্ভাব হচ্ছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, লাভজনক প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে এ সমস্ত আধুনিক কৃষি উপকরণ কৃষক ও ব্যবসায়ীর কাছে সহজে ও স্বল্প মূল্যে হস্তান্তর করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

৪.৪.১ সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে কৃষি উপকরণ বিপণন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা;

৪.৪.২ কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ীর সাথে কৃষক/কৃষক গ্রুপের বা কৃষি ব্যবসায়ীদের সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;

৪.৪.৩ বেসরকারি কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানকে যৌক্তিক মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিপণন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠায় সরকারি ও বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা;

৪.৪.৪ কৃষি উপকরণের মান পরিবীক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংবলিত ল্যাব ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা;

৪.৪.৫ কৃষি উপকরণের অনুমোদিত মান যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং সরবরাহ, গুদামজাতকরণ, মূল্য এবং গুণগতমান তৃণমূল পর্যন্ত পরিবীক্ষণের আওতায় আনা;

৪.৪.৬ পরিবেশ দূষণকারী, মানহীন ও নিম্নমানের কৃষি উপকরণ উৎপাদন, আমদানি, বিপণন, বিতরণ, ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি উপকরণ বিপণনে উদ্বুদ্ধ করা;

৪.৪.৭ কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক সময়ে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে কৃষি উপকরণ আমদানি/ক্রয়, সংগ্রহ ও বিতরণ প্রক্রিয়া জোরদার করা;

৪.৪.৮ আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি উপকরণের আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৪.৪.৯ কৃষি উপকরণ বিপণন কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.৪.১০ বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণের উৎপাদন, সংগ্রহ, আমদানি/রপ্তানি, বিতরণ ও বিপণন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/বিভাগ/ মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা; এবং

৪.৪.১১ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উপকরণের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৪.৫ কৃষিপণ্যের গুদাম ও সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনা:

বাংলাদেশের গতানুগতিক কৃষি এখন দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণ বিপণনের অন্যতম প্রধান কাজ। ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে অধিক মূল্য পেতে গুদাম সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.৫.১ কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ, কৃষকের অধিক মূল্য প্রাপ্তি, বছরব্যাপি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং সার্বিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে পঁচনশীল বিভিন্ন ধরনের কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের গুদাম ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

৪.৫.২ মৌসুমে যেন কৃষক কম দামে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য না হয় সে জন্য নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে কৃষক কৃষিপণ্য বহুমুখী সমবায় বা গ্রুপ ও ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক কৃষিপণ্য গুদামে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪.৫.৩ যে অঞ্চলে যে সকল কৃষিপণ্য অধিকহারে উৎপাদিত হয় তার ভিত্তিতে সেই অঞ্চলে সমবায় ও গ্রুপভিত্তিক গুদাম বা কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া;

৪.৫.৪ কৃষিপণ্যের সার্বিক সুরক্ষা ও গুণগত মান ঠিক রাখতে সঠিকভাবে গুদাম রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত করা, ডিজিটালাইজড করা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা;

৪.৫.৫ বৈজ্ঞানিকভাবে গুদামে পণ্য প্রবেশ, সংরক্ষণ, গ্রেডিং, সর্টিং, পোকামাকড় দমন, মান সংরক্ষণ, ওজন নিয়ন্ত্রণ, বহির্গমন ও হস্তান্তর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা;

৪.৫.৬ সংরক্ষিত পণ্যের বিপরীতে কৃষকদের সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা ও আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখতে সহযোগিতা করা;

৪.৫.৭ গুদামে সংরক্ষিত পণ্য বিক্রির নিশ্চয়তার জন্য ক্রেতা বা বাজার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;

৪.৫.৮ উৎপাদক থেকে শুরু করে গুদামজাতকরণ শেষে বাজারজাতকরণের সম্পূর্ণ চেইনে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা; এবং

৪.৫.৯ বিভিন্ন ধরণের গুদামে সংরক্ষিত সকল কৃষিপণ্যের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা (ফসল, পরিমাণ, গুদামজাতকরণ ও খালাসের সময়, কৃষকের তথ্য, বাজার মূল্যসহ অন্যান্য বাজার তথ্য ইত্যাদি সংবলিত) ।

৪.৬ কৃষি বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন:

কৃষক ও বিনিয়োগকারীদের পণ্য সুষ্ঠুভাবে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো, প্যাকিং হাউজ, হিমাগার, সংরক্ষণাগার, প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র নির্মাণ, অনলাইন অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। কৃষিপণ্যের বিপণন সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.৬.১ কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু সরবরাহ ও সংরক্ষণের নিমিত্ত অধিক উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আধুনিক এবং ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন করা;

৪.৬.২ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, রপ্তানি বৃদ্ধি ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান;

৪.৬.৩ কৃষি এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত বিপণন উপযোগী কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, নিশ্চিতকরণ ও পণ্যের গুণগত মান প্রত্যয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অবকাঠামো উন্নয়ন;

৪.৬.৪ পঁচনশীল কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উৎপাদক থেকে শুরু করে রপ্তানিসহ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা;

৪.৬.৫ বিভিন্ন ফসলের অধিক উৎপাদন এলাকা ও বিপণন এলাকায় প্যাকিং হাউজসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ;

৪.৬.৬ প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং, পরিবহণ, রপ্তানি, অনলাইন মার্কেটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির মাধ্যমে বিপণন অবকাঠামোর উন্নয়ন করা;

৪.৬.৭ কৃষিপণ্য বিপণনে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক অনলাইনভিত্তিক বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন করা;

৪.৬.৮ সার্বিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রয়োজনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ খাতে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) মাধ্যমে এ খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা;

৪.৬.৯ কৃষিপণ্যের বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত সংশ্লিষ্ট বিধি ও নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা; এবং

৪.৬.১০ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের আমদানি, রপ্তানি ও দেশীয় বাজার সম্প্রসারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে Product Traceability System-এর উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া।

৪.৭ কৃষি ব্যবসার মাধ্যমে যুব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকারত্ব হ্রাস:

বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন, বাণিজ্যিক কৃষি ও কৃষিভিত্তিক ব্যবসা এবং শিল্পের প্রসার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আমার গ্রাম আমার শহর ধারণা অনুযায়ী তরুণ-তরুণীদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংযুক্ত করা, কৃষি ব্যবসায় উৎসাহিত করা এবং বেকারত্ব দূরীকরণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.৭.১ কৃষি ব্যবসায়ে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে যুবদের কৃষি ব্যবসায়ে উৎসাহিত করা;

৪.৭.২ লাভজনক কৃষি ব্যবসা শনাক্তকরণ, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারী কৃষি শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

৪.৭.৩ কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি ব্যবসায় দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সুবিধা প্রদান করা;

৪.৭.৪ কমিউনিটি ও গ্রুপভিত্তিক কৃষি বিপণনে যুবদের সম্পৃক্ত করে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

৪.৭.৫ কৃষিপণ্যের অধিক উৎপাদন ও ঘাটতি এলাকায় সম্ভাব্য সকল ধরনের কৃষি ব্যবসায় যুবদের সম্পৃক্ত করা;

৪.৭.৬ তরুণদের ই-এগ্রিমার্কেটিং-এ সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

৪.৭.৭ তরুণ উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের প্রচার-প্রচারণা ও ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;

৪.৭.৮ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান অবকাঠামো/যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বেকারদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৪.৭.৯ যুবদেরকে কৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগে উৎসাহ, সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা ও প্রণোদনা এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি ব্যবসায়ে অনুপ্রাণিত করা;

৪.৭.১০ সার ও বীজসহ অন্যান্য উপকরণ ব্যবসা, নার্সারি ব্যবসা, ফুল ব্যবসা, কমিউনিটি/সমিতি/দলভিত্তিক বাণিজ্যিক মৎস্য চাষ ও বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান ও শিল্প স্থাপন এবং অন্যান্য কৃষি ব্যবসায় যুবদের উৎসাহিত করা;

৪.৭.১১ উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী যুবদেরকে উদ্যোগ বিষয়ে দেশে বিদ্যমান একই ধরনের সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রদান, কার্যকর মূল্যায়ন ও ফলো আপ করা; এবং

৪.৭.১২ নিরাপদ কৃষিপণ্য বিপণনের মাধ্যমে যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থানকে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান করা।

৪.৮ ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং:

একবিংশ শতাব্দীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রার মহাসড়কে রয়েছে বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশে কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকল শ্রেণিকে একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মে এনে কৃষিপণ্যের ই-বিপণন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ন্যায্যমূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়, কৃষিভিত্তিক ই-কমার্স উন্নয়ন, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, সহজে কৃষিপণ্যভিত্তিক ব্যবসা ও বাজারে প্রবেশ এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতকরণে ই-কৃষি বিপণন সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.৮.১ কৃষক, ভোক্তা, পাইকার, খুচরা ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, গুদামজাতকারী, পরিবহণ ব্যবসায়ীসহ কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকলের জন্য একটি ডিজিটাল সাধারণ প্লাটফর্ম উন্নয়ন করা;

৪.৮.২ ই-কৃষি বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় পোর্টাল চালু করা এবং কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত অ্যাপ্স চালু করা;

৪.৮.৩ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারণানুযায়ী কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্লক চেইন, মেশিন লার্নিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারসহ অন্যান্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

৪.৮.৪ কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাদেরকে কৃষিপণ্য বিপণনে প্রচার প্রচারণায় সহায়তা করা;

৪.৮.৫ অনলাইনে কৃষিপণ্যের বাজার দর, গুণগত মান ও কৃষি ব্যবসা মনিটর করা;

৪.৮.৬ কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত সকল শ্রেণির মধ্যে সরাসরি অনলাইনভিত্তিক বাজার সংযোগ ও কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এ লক্ষ্যে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র/ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

৪.৮.৭ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার করে বাজার সংযোগ ও ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা;

৪.৮.৮ পোর্টালে নিবন্ধনকৃত ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বিপণন মানদণ্ডানুসারে কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা;

৪.৮.৯ অনলাইনভিত্তিক কৃষি উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করা;

৪.৮.১০ ই-কৃষি বিপণনে জড়িত সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৪.৮.১১ অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন কার্যক্রম বিশেষ করে গুণগত মান, পেমেন্ট, সময়, চুক্তি অনুযায়ী ডেলিভারি ইত্যাদি বিষয় মনিটরিং করা; এবং

৪.৮.১২ অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণনে শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রতিকূল পরিবেশের, প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার চাষি বা কৃষি উদ্যোক্তা, মহিলা ও যুবদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

৪.৯ কৃষি ব্যবসার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন:

কৃষিতে নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মেধা, শ্রম, অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতা সর্বজন স্বীকৃত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা নারী উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। নারী কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আর্থিক স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধি এবং বিপণন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ দ্বারা সামাজিক উন্নয়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

৪.৯.১ কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় নারীর দক্ষতা উন্নয়নে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফসলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, লেবেলিং, প্যাকেজিং, কৃষি ও কৃষিজাতপণ্য এবং উপকরণের বিপণনে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন;

৪.৯.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি পরিসরে কৃষি ব্যবসার সাথে নারীদের জড়িত হওয়ার জন্য কৃষি ব্যবসা সংক্রান্ত লজিস্টিকস সাপোর্ট ও সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;

৪.৯.৩ উদ্যান ফসল বিপণন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সার্বিক সহায়তা করা;

৪.৯.৪ কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান করা;

৪.৯.৫ কৃষি ও কৃষিজাতপণ্য, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি ভিত্তিক নারী উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করা;

৪.৯.৬ সহজে বাজারে প্রবেশ ও দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নারী উদ্যোক্তাদের পাইকারি, খুচরা ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক বা ভোক্তাদের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগে সহযোগিতা করা;

৪.৯.৭ ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে সহজে কৃষি ব্যবসা পরিচালনা ও ই-শপ গঠনে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা;

৪.৯.৮ উপজেলা, জেলা, ও জাতীয় পর্যায়ে নারী কৃষি উদ্যোক্তাদের কর্ম ও কর্মপরিকল্পনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা;

৪.৯.৯ উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নারী কৃষি ব্যবসায়ীকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা; এবং

৪.৯.১০ পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চয়তা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা।

৪.১০ কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা:

কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা। সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন ডিজিটাল মার্কেট ডিরেক্টরি, বাজার তথ্য প্রচার, বাজার বিকেন্দ্রীকরণ, বিভিন্ন বাজারের দামের মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনয়ন, প্যাকেজিং সুবিধা, সংরক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদি। কৃষিপণ্যের মানসম্মত বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.১০.১ ডিজিটাল মার্কেট ডিরেক্টরি প্রণয়ন ও প্রচার, উচ্চতর বাজার গবেষণা, নিয়মিতভাবে বাজার তদারকি এবং অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৪.১০.২ কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাদের জন্য কৃষি ব্যবসায় তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.১০.৩ কৃষিপণ্য বিপণনে পণ্যের ধরন অনুযায়ী সঠিক ওজনে, সংখ্যায় বা অন্য কোনো প্রচলিত পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারণ করা;

৪.১০.৪ কৃষিপণ্যের পাইকারী ও খুচরা বাজারে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বিভিন্ন ধরনের খাজনা, টোল বা কমিশন ইত্যাদি যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন করা;

৪.১০.৫ কৃষি ব্যবসায় কৃষক-ব্যবসায়ী-ভোক্তার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য বিস্তৃতি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪.১০.৬ খুচরা, পাইকারি, সেন্ট্রাল, টার্মিনাল ও এসেম্বল সেন্টারসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি রোধে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪.১০.৭ ফসল সংগ্রহোত্তর এবং বিপণনের বিভিন্ন স্তরে ক্ষতিগ্রস্থ, নষ্ট বা পঁচা কৃষিপণ্যকে পুনরায় ব্যবহারের (Recycling) মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতি কমানোর ব্যবস্থা করা;

৪.১০.৮ কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে গুণগত মানের নিশ্চয়তাসহ কৃষিপণ্যের কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (Commodity Exchange) ব্যবস্থা চালু করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা; এবং

৪.১০.৯ কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি স্তরে নিয়ম শৃঙ্খলা আনয়ন, আস্থাহীনতা রোধ, বিশ্বস্ততা স্থাপন ও সুনিয়ন্ত্রিত পণ্য প্রবাহ, গুণগত মান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকরণে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮, কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১, অন্যান্য আইন, বিধি ও নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

৪.১১ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয়করণ:

জনসংখ্যাবহুল ক্ষুদ্র আয়তনের বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো যখন তখন নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। বাজারজাতকরণের সমস্যা চিহ্নিত করে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করে চাহিদা অনুযায়ী সহনীয় ও যৌক্তিক মূল্যে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও আপদকালীন সময়ে সংরক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য বছরব্যাপী সহনীয় পর্যায়ে রাখতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.১১.১ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বছরব্যাপী চাহিদা নিরূপণপূর্বক তদানুসারে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদন, সরকারি মজুদ ও আমদানি ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং বিকল্প কৃষিপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পদক্ষেপ নেওয়া;

৪.১১.২ উৎপাদন খরচজনিত মূল্যবৃদ্ধি রোধে কৃষি উপকরণের মূল্য সহনশীল রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করা;

৪.১১.৩ নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন রোধে যৌক্তিকমূল্য বাস্তবায়ন করা এবং একইসাথে কৃষি ব্যবসায় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন করা;

৪.১১.৪ কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এবং কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১ যথাযথ বাস্তবায়ন করা;

৪.১১.৫ অবৈধভাবে বাজারে কৃত্রিম সংকট, মজুদ ও অন্যান্য নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রম রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.১১.৬ দেশীয় ও আঞ্চলিক মোট চাহিদা অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদনে কৃষকদেরকে উৎসাহ প্রদান করা;

৪.১১.৭ একচেটিয়া বাজার রোধে নতুন নতুন কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

৪.১১.৮ ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষিপণ্য মজুদ ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া;

৪.১১.৯ পঁচনশীল কৃষিপণ্য যেমন পিয়াজ, রসুন, মরিচ ও অন্যান্য কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করে আমদানি নির্ভরতা কমানো, আপদকালীন এবং অধিক মূল্যের সময় পরিমিত ব্যবহারে উৎসাহীকরণ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান;

৪.১১.১০ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যৌক্তিক কারণ অনুসন্ধানপূর্বক করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে সহায়তা করা;

৪.১১.১১ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং

৪.১১.১২ বিভিন্ন অস্থিতিশীল বা সংকটকালীন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের ডিরেক্ট মার্কেটিং বা সরাসরি বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪.১২ নিরাপদ কৃষিপণ্য বিপণন:

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সকলের জন্য খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সহনীয় মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা। পুষ্টিকর খাদ্যের অন্যতম পূর্বশর্ত নিরাপদ কৃষিপণ্য। নিরাপদ কৃষিপণ্য বিপণনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.১২.১ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য বিপণনে উদ্বুদ্ধকরণ ও নিরাপদ খাদ্য বিপণন নিশ্চিতকরণে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;

৪.১২.২ ফল ও শাকসবজিসহ বিভিন্ন ধরণের কৃষিপণ্যে প্রয়োগকৃত রাসায়নিক, বালাইনাশক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের মাত্রা নির্ণয়ে সহজ ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি উদ্ভাবন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪.১২.৩ প্যাকিং হাউজ, সংরক্ষণাগার ও সরঞ্জামাদি পরিচ্ছন্নতা বিধান এবং এ সমস্ত অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪.১২.৪ নিরাপদ কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা করা;

৪.১২.৫ নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, উত্তম কৃষি চর্চা নীতি-২০২০ ও অন্যান্য বিধিবিধান মোতাবেক স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কৃষিপণ্য সংগ্রহ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহযোগিতা প্রদান করা;

৪.১২.৬ স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে এমন ফসলের বিপণনকে নিরুৎসাহিত করা;

৪.১২.৭ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কৃষিপণ্য পরিবহণ পদ্ধতি উন্নয়নে সহযোগিতা করা;

৪.১২.৮ মান নিয়ন্ত্রণ ও ফাইটো-স্যানিটারি বিষয়ক চাহিদা পূরণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন;

৪.১২.৯ কৃষিজ পণ্য, মোড়কীকরণ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রয় বিক্রয় তথা সার্বিক বিপণনে সরকার কর্তৃক ঘোষিত GAP নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা; এবং

৪.১২.১০ কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কৃষকের বাজারে নিরাপদ কৃষিপণ্য বিপণনে কৃষককে সর্বাধিক গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করা এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা।

৪.১৩ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানি:

বাংলাদেশ ক্রমেই বাণিজ্যিক কৃষির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাণিজ্যিক কৃষির উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করতে দেশের বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য যেমন: ফুল, ফল, শাকসবজি, কৃষিজাত কারুপণ্য এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত বিভিন্ন রকমের খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে কৃষির নতুন সম্ভাবনার দ্বার ক্রমশ উন্মোচিত করার জন্য যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের দাবী। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.১৩.১ বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য আন্তর্জাতিক নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করা;

৪.১৩.২ বাংলাদেশের উৎপাদিত কৃষিপণ্য এবং তা থেকে প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা;

৪.১৩.৩ বিদেশি কৃষিপণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত মার্কেট ইনটেলিজেন্স সম্পর্কিত তথ্য, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, বাজার সম্প্রসারণ, বাংলাদেশি পণ্যের ব্র্যান্ডিং উন্নয়ন, উচ্চতর মূল্য প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৪.১৩.৪ কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের জন্য সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় বৃদ্ধি করা;

৪.১৩.৫ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে উৎপাদিত নিরাপদ, জৈব কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.১৩.৬ ফুল, ফল এবং শাকসবজিসহ পঁচনশীল কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা;

৪.১৩.৭ স্থানীয় কৃষি ব্যবসায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনে বিশেষ কোনো পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ বা নীতির মধ্যে আনয়ন এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতে বিশেষ কোনো পণ্যের উৎপাদন বা বিকল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.১৩.৮ কোনো কৃষিপণ্য আমদানি/রপ্তানির ক্ষেত্রে সেই পণ্যের প্রকৃত উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী দেশের পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিশ্চিত করা;

৪.১৩.৯ আমদানি ও রপ্তানিকৃত বিভিন্ন কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে দেশি বিদেশি সংশ্লিষ্ট মানদন্ড অনুসরণ ও নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা;

৪.১৩.১০ কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য বিভিন্ন পণ্যের পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য, আন্তর্জাতিক গুণগত মানদন্ড, পরীক্ষণ ও মেশিনের যোগ্যতার মানদন্ড, মেশিনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি তথ্য ওয়েবভিত্তিক করা;

৪.১৩.১১ কৃষিপণ্যের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা জোরদার করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হালাল সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা ও হালাল ব্র্যান্ডিং জোরদার করা;

৪.১৩.১২ রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, নৌবন্দরে গুণগত মান বজায় রেখে পণ্য পরিবহণে সহায়তা করা;

৪.১৩.১৩ কৃষিপণ্য রপ্তানিতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী হওয়ার জন্য কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজতকরণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি এবং আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধাসহ অন্যান্য সুযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.১৩.১৪ স্থল, নৌ এবং আকাশপথে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য ও উপকরণ আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে ভাড়া যৌক্তিকীকরণ এবং কৃষিপণ্য পরিবহণের জন্য বিশেষ পরিবহণ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ;

৪.১৩.১৫ পঁচনশীল পণ্য হিসেবে তাজা শাকসবজি, ফলমূল ও ফুল এর সজিবতা অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত স্থল, নৌ ও বিমান বন্দর এলাকায় সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

৪.১৩.১৬ কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল গঠন, প্যাকহাউস সুবিধা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন;

৪.১৩.১৭ কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রয়োজনের নিরিখে রোডম্যাপ প্রণয়ন, তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

৪.১৪ কৃষি বিপণনে সাপ্লাই চেইন ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন:

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের যুগে কৃষিপণ্যের দক্ষ ও কার্যকর বাজারজাতকরণে একটি সমন্বিত সাপ্লাই চেইন অপরিহার্য। একটি সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থা কৃষিপণ্যের ব্যবসায়িক প্রবাহে শুধু খরচই কমাবেনা বরং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দূর করে কৃষিপণ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পথকে করবে সুগম। সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.১৪.১ স্বল্প খরচ, দ্রুততম সময়, নিয়ন্ত্রিত ও পদ্ধতিগতভাবে কৃষিপণ্য উৎপাদক থেকে শুরু করে সর্বশেষ ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে একটি সুশৃঙ্খল সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

৪.১৪.২ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের সাথে সম্পর্কিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সম্পর্ক জোরদার করা;

৪.১৪.৩ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের জন্য নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামো ব্যবহারে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৪.১৪.৪ সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের মধ্যে তথ্য প্রবাহ অবাধ ও সহজলভ্য করা এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা;

৪.১৪.৫ সাপ্লাই চেইনের কার্যক্রমকে নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক সরকারকে সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা;

৪.১৪.৬ কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত বিভিন্ন ধরনের পরিবহণের তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, ডাটাবেইজ প্রস্তুত এবং অফলাইন ও অনলাইনে প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং সকল অংশীজনের জন্য সহজলভ্য করা;

৪.১৪.৭ জনপথ, নৌপথ, রেলপথ, আকাশপথ এবং সড়কপথে সুশৃংখলভাবে যথাসময়ে কৃষিপণ্য পরিবহণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

৪.১৪.৮ পরিবহণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কৃষিপণ্য পরিবহণ সহজীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

৪.১৪.৯ কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনে কৃষক, কৃষি বিপণন দল বা কমিউনিটিভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজশর্তে ঋণ প্রাপ্তিসহ সম্ভাব্য সকল ধরণের সহযোগিতা করা;

৪.১৪.১০ কৃষিপণ্য রপ্তানি কার্যে আকাশ, নৌ ও সড়কপথের ব্যবহার ব্যবসায়ীবান্ধব করার উদ্যোগ গ্রহণ করা ;

৪.১৪.১১ নৌপথ ব্যবহার ও নৌযানে কৃষিপণ্য পরিবহণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা ;

৪.১৪.১২ কৃষিপণ্য পরিবহণে রেলগাড়ির ব্যবহার এবং রেলগাড়িতে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.১৪.১৩ গুণগত মান বজায় রেখে কৃষিপণ্য পরিবহণে পরিবহণ-এর সাথে জড়িত বিভিন্ন অংশীজনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা; এবং

৪.১৪.১৪ পঁচনশীল কৃষিপণ্য পরিবহণে কুল চেইন (Cool Chain) ব্যবস্থাসহ আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা চালুকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.১৫ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বিপণন সম্প্রসারণ:

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্বায়ন, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বৈশ্বিক মুক্ত বাজার অথনীতি পরিবর্তনের ফলে ভোক্তাদের জীবনমান ও খাদ্যাভ্যাসেও এসেছে পরিবর্তন। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসা উন্নয়নে ও কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবসা ও শিল্প উন্নয়নে নিম্নোক্ত কার্যাবলী গ্রহণ করা হবে:

৪.১৫.১ বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি ও ফলমূলসহ বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা উন্নয়নে ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া;

৪.১৫.২ কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ এলাকার প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টারসহ বিভিন্ন মেশিনারিজ ব্যবহারে অগ্রাধিকার প্রদান এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত সংক্রান্ত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা;

৪.১৫.৩ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি, স্মারক ও সম্পর্ক জোরদার করার ব্যবস্থা নেয়া;

৪.১৫.৪ কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে গুণগত ও স্বাস্থ্যগত বিষয় মনিটর করা;

৪.১৫.৫ হাট-বাজার, রেলস্টেশন, ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট বা অন্যান্য উন্মুক্তস্থানে প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;

৪.১৫.৬ কমিউনিটিভিত্তিক কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রচার, প্রচারণা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;

৪.১৫.৭ গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকৃত অঞ্চলভিত্তিক বিশেষায়িত, প্রচলিত, অপ্রচলিত বা কম প্রচলিত কৃষিপণ্য জনপ্রিয়করণ ও বাজার সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৪.১৫.৮ কমিউনিটিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের বাজার অনুসন্ধান, বাজার সংযোগ, প্রচার-প্রচারণা ও বিভিন্ন বাজার তথ্য দিয়ে সহায়তা করা;

৪.১৫.৯ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সভা, সেমিনার, কনফারেন্স, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং বিমান বাংলাদেশ বা বাংলাদেশী ফ্লাইটগুলোতে দেশীয় ফল বা দেশীয় প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের খাদ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা;

৪.১৫.১০ প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও বিপণনে উদ্যোক্তা শ্রেণির জন্য সনদ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

৪.১৬ কৃষিভিত্তিক ব্যবসা/শিল্প উন্নয়ন:

ধান, পাট, মাছ, আলু ও বিভিন্ন শাকসবজিসহ কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বসেরাদের অন্যতম। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের কৃষি বৈশ্বিক চাহিদা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে কৃষিপণ্য এখন বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, শিক্ষিত মেধাবীদের কৃষি ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণ, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও কৃষি ব্যবসার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ব্যতীত কৃষির উন্নয়ন অসম্ভব। কৃষি ব্যবসা ও কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবে:

৪.১৬.১ অঞ্চলভিত্তিক শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন এবং এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ;

৪.১৬.২ ফুল উৎপাদিত এলাকায় ফুল সংরক্ষণ ও ফুল হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন প্রসাধনী, ঔষধ, শিল্প স্থাপন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা;

৪.১৬.৩ বিভিন্ন ঔষধ ও প্রসাধনী শিল্পের কাঁচামাল বিষয়ক শিল্প স্থাপন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বাজার সংযোগে সহায়তা করা;

৪.১৬.৪ কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, ব্যবসার প্রসার ও বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪.১৬.৫ কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ;

৪.১৬.৬ সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে অঞ্চলভিত্তিক অধিক উৎপাদনশীল পণ্যের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে সহায়তা করা;

৪.১৬.৭ কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা; এবং

৪.১৬.৮ সরাসরি কৃষকের এবং কৃষি ব্যবসায়ীদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের ব্র্যান্ডিং-এ সহযোগিতা করা;

৪.১৭ কৃষি বিপণন উন্নয়নে গবেষণা:

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, সাধারণ ভোক্তা, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কৃষির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অংশীজনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, প্রয়োজনীয়তা, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা রয়েছে। সার্বিক কৃষির কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে গবেষণার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে সংগ্রহোত্তর বিভিন্ন পর্যায় ও কার্যক্রম, গুণগত মান, সরবরাহ, চাহিদা, পরিবহণ, রপ্তানি, গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি বিপণনের সাথে জড়িত মধ্যস্বত্বভোগী, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদিসহ অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে একটি কার্যকর বিপণন ব্যবস্থার দিক-নির্দেশনা বের করা সম্ভব। কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত গবেষণা কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হবে—

৪.১৭.১ কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়ক সাপ্লাই চেইনে কৃষক, খুচরা ব্যবসায়ী, পাইকার, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকসহ সর্বস্তরের অংশীজনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

৪.১৭.২ কৃষিপণ্যের প্রকৃত চাহিদা, সরবরাহ পরিস্থিতি, কৃষিপণ্যের দক্ষ বাজারজাতকরণ, বাজার ব্যবস্থাপনা, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা, কোন ফসল চাষ করা লাভজনক, কেন লাভজনক ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা করা এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করা;

৪.১৭.৩ মৌসুমভিত্তিক কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয়, সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরে সংঘটিত বিভিন্ন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতিসহ বিভিন্ন ধরনের বিপণন ব্যয় এবং কৃষিপণ্যের যৌক্তিক খুচরা ও পাইকারি মূল্য নির্ধারণে নিয়মিত গবেষণা করা;

৪.১৭.৪ সাপ্লাই চেইনের প্রত্যেক অংশীজনের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার, নতুন বা পুরাতন কৃষি ব্যবসায়ীদের বাজার সম্প্রসারণ, কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কৃষি ব্যবসা ও শিল্পোন্নয়নে প্রয়োজনীয় বাজার সংযোগ আরও যুগোপযোগীকরণে গবেষণা অব্যাহত রাখা;

৪.১৭.৫ কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রাপ্তি, ফসল সংগ্রহ, সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, মূল্য সংযোজন (Value Chain), বহুমুখীকরণ, পরিবহণ, মোড়কীকরণ, গুদামজাতকরণ ও গুণগত মানসম্পন্ন প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের ব্যবসা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে গবেষণা করা;

৪.১৭.৬ কৃষি বিপণন তথা কৃষি ব্যবসা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি উদ্যোক্তা ও বাণিজ্যিক কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে সামাজিক ও আর্থিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নে গবেষণা করা;

৪.১৭.৭ বাংলাদেশের বিদ্যমান ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষিত ও মেধাবী তরুণ-তরুণীকে কৃষি ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করে কীভাবে যুব উন্নয়ন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা যায় এ সংক্রান্ত গবেষণা;

৪.১৭.৮ কৃষি বিপণনকে সহজীকরণ, আধুনিক, সুনিয়ন্ত্রিত, পরিকল্পিত, যুগোপযোগী ও দীর্ঘমেয়াদীভাবে লাভজনক করে গড়ে তোলা এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়ন দ্বারা কৃষি ব্যবসা ও শিল্পোন্নয়নে গবেষণা করা;

৪.১৭.৯ বাণিজ্যিক কৃষির উন্নয়ন গ্রামের শিক্ষিত ও মেধাবী তরুণ-তরুণীসহ, কৃষক, প্রবীণ ও গৃহিণীদের আর্থিক উন্নয়নে কৃষি ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কৃষির সম্প্রসারণ দ্বারা কীভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা;

৪.১৭.১০ কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, সম্ভাব্য রপ্তানিযোগ্য পণ্য তালিকা প্রস্তুতকরণ, বিশ্ববাজারে কৃষিপণ্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, কৃষিপণ্য রপ্তানিতে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে করণীয় বিষয়ে গবেষণা করা এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আমদানি-রপ্তানি কার্যে সহায়তা করা;

৪.১৭.১১ বিভিন্ন ধরনের মৎস্য সম্পদ বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ, ঝিনুক, সামুদ্রিক মুক্তা, কাঁকড়া, চিংড়িসহ অন্যান্য মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি সংগ্রহ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, পরিবহণ, মোড়কীকরণ, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা;

৪.১৭.১২ কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটসমূহের গবেষণার সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

৪.১৮ কৃষি বিপণনে দক্ষ জনবল গঠন:

বাজারজাতকরণ হচ্ছে যে কোনো টেকসই ব্যবসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কৃষিপণ্যের বিপণন অত্যন্ত জটিল ও চ্যালেঞ্জিং কাজ, একইসাথে উৎপাদক ও ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জনে মধ্যস্থতা করাও দুরূহ কাজ। উক্ত কাজসমূহ সফল, দক্ষ ও কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধি এবং কৃষি বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিনিময়, উচ্চতর পড়াশোনা ও কারিগরি জ্ঞানলাভ অত্যন্ত জরুরি। বিপণনে দক্ষ জনবল গঠনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

৪.১৮.১ কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি যেমন: ফসল সংগ্রহ পদ্ধতি, সর্টিং, গ্রেডিং, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, পরিবহণ, গুণগতমান বজায় রাখা, প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য তৈরি এবং আধুনিক বিপণন কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ বা কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং কৃষি বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দক্ষ করে গড়ে তোলা;

৪.১৮.২ কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা;

৪.১৮.৩ বৈদেশিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক বিনিময়, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিনিময় করা, শিক্ষা সফর করা;

৪.১৮.৪ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বাণিজ্যিক কৃষি খামার, এগ্রোপ্রসেসিং ও রপ্তানিকারক হতে প্রাপ্ত ব্যবহারিক জ্ঞান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা;

৪.১৮.৫ নিয়মিতভাবে কৃষি বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা, জরিপ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করা এবং বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার, প্রকাশ ও সংরক্ষণ করা;

৪.১৮.৬ কৃষি বিপণনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার করা; এবং

৪.১৮.৭ কৃষি বিপণনে গবেষণা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি পেশাদারি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪. ১৯ কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন:

কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন এবং কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য আড়তদার, পাইকার, প্রক্রিয়াজাতকারি, ফড়িয়া, খুচরা বিক্রেতা থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতি স্তরে মূল্য সংযোজন ঘটে এবং কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যার ফলে ভোক্তা যেমন একদিকে উচ্চমূল্যে পণ্য ক্রয় করে অপরদিকে কৃষক তাঁর ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষক তাঁর উৎপাদন খরচের চেয়েও কম মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রিতে বাধ্য হন। ফলে কৃষক দিনে দিনে কৃষি কাজে আগ্রহ হারাচ্ছেন, যা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। কৃষকের আর্থিক লাভের নিশ্চয়তা, কৃষি কাজে আগ্রহ ধরে রাখা, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকের জীবন মান উন্নয়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

৪.১৯.১ কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সরকার প্রয়োজন মনে করলে দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইন, বিধি ও নীতিসমূহের সমন্বয়ে সময়ে সময়ে কৃষকের জন্য নির্ধারিত কৃষিপণ্যের জন্য ন্যূনতম মূল্য সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৪.১৯.২ কৃষিপণ্যের বাজারমূল্য সহনীয় রাখতে এবং ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীদের সার্বিক উপকারে কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন স্তরে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

৪.১৯.৩ কৃষিপণ্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ, বাস্তবায়ন এবং ন্যূনতম মূল্য সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সরকার প্রয়োজনে উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন করবে।

৫.০ জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি পর্যালোচনা:

জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ প্রতি পাঁচ বছরে পর্যালোচনা করা হবে।

৬.০ জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ:

জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি ২০২৩ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোকাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। এছাড়াও বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের বিষয়টি সমন্বয়ের জন্য কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলো হতে ১(এক) জন করে ফোকাল কর্মকর্তা নির্ধারণ করতে হবে।

৭.০ বাংলা ভাষার প্রাধান্য:

এ নীতি কার্যকর করার পর সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ইংরেজি অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ সরকার প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠে কোনো বিভ্রান্তি/অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে বাংলায় প্রণীত নীতি গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে।

বি, জি, প্রেস-২০২২-২৩/৫৭০২ কম-ডি—২০০০ বই,২০২৩।